একজন সুদক্ষ বীমাবিদ

মীর নাজিম উদ্দিন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ

মো. সেকান্দর আলী:

সাফল্যের অর্থ ব্যর্থতার অনুপস্থিতি নয়। প্রতিটি ব্যর্থতাই চূড়ান্ত লক্ষ্যের সিদ্ধি হিসেবে মানুষকে নতুন কিছু শিক্ষা দেয়। আর এই শিক্ষাই কিছু মানুষের জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে হাজারো নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে, আধাঁর সময়ে অসহায় মানুষের মাঝে ফোটে জোস্নার ফুল। তেমনি আলোর মশাল হাতে নিয়ে এক যোগ্য, ন্যায়পরায়ন, সদালাপী বীমা ব্যক্তিত্ব মীর নাজিম উদ্দিন আহমেদ বর্তমানে ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও হিসাবে দায়িত্বরত আছেন। বীমা পেশায় যোগদান মুহূর্তেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট। শুধু মাত্র চাকুরী করার জন্য এই আপ্তবাক্যের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। একটি সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার দিকে যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি নিয়েই তার পথ চলা, আর এই পথ চলতে গিয়ে তিনি সততা, পরিশ্রম এবং নৈতিকতাকে সম্বল হিসেবে নিয়ে এই কর্মবীরের বীমা পেশায় পথ চলা শুরু, সেখান থেকে তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি, এবং এরই ধারাবাহিকতায় তিনি প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর মহাব্যবস্থাপক, কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্সে ডেপুটি ম্যানেজার, প্রগতি ইন্স্যুরেন্সে সিনিয়র অফিসার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত সুনামের সহিত কর্ম সম্পাদন করে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের গুরু দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। বর্তমানে এই পদে থেকে ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্সকে ব্যবসা সফল কোম্পানীতে রুপান্তর করার চ্যালেঞ্জ নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছেন এই কর্মবীর। বরেন্য এই বীমাবিদ মুন্সিগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। মেধা মনোনয়নে অত্যন্ত সুনামের সহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.কম (সম্মান) ও এম. কম (ব্যবস্থাপনা) ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি মেসার্স রহমান, কাশেম এন্ড কোং থেকে ৩ বছর মেয়াদী চার্টার্ড একাউন্ট্যান্সি কোর্স সম্পাদন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে **Income Tax Practitioner** সার্টিফিকেট এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমীর বীমা বিষয়ে (**BIA**) ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। তা ছাড়াও বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহন করেন। তিনি শুধু নিজের জন্য নিজেকে তৈরী করা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন নি। সমাজে নানাভাবে আলো ছড়িয়েছেন আর তারই সাক্ষ্য বহন করে তার ক্ষুরধার লেখনিতে- তিনি একাধারে বীমা পেশা, রাজনীতি, অর্থনীতি, নিরাপদ সড়ক, নিয়েও বিভিন্ন সময় লেখা লেখি করেছেন অর্থনীতির সেরা পত্রিকা **"ব্যাংক বীমা শিল্প"**, **দৈনিক নিরপেক্ষ সংবাদ, যায়যায়দিন, দি নিউ নেশন** সহ বিভিন্ন পত্রিকায়। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। কর্মজীবনে বীমা শিল্পে বিভিন্ন অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ তিনি প্রশংসা সূচক **পুরস্কারে ভূষিত হন।**